প্রথম আলো | তারিখ 21 MAY 2005 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

প্রথম আলো শনিবার ২১ মে ২০০৫

ইংরেজি শিক্ষার হাল

আবু আহমেদ

আমাদের ছাত্ররা ইংরেজি জানতে চেয়েও যেন জানছে না। তারা পারলে ইংরেজিকে এড়িয়ে যেতে চায়। আমাদের সময় কিন্তু বিষয়টি এমন ছিল না। আমরা ইংরেজিতে লিখতে এবং বলতে হবে—এটাকে সমস্যা মনে করতাম না। আমরাও সেই গ্রামের স্কুলেই পড়েছি। শিক্ষক হিসেবে যাদের কাছে পড়েছি তারাও যে খুব মেধাবী ছিলেন এমন নয়। তবে যারা পড়াতেন তারা শুদ্ধ করে ইংরেজি লিখতে পারতেন। ইংরেজির একটা উৎকর্ষ আছে। গঠনে এবং শব্দ চয়নে ওই উৎকর্ষ ফুটে ওঠে। আমাদের সময় তখনো বড় বাক্যের চল ছিল এবং আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ভাব প্রকাশের চল ছিল, যেমন করে পুরনো ইতিহাস বইতে দেখা যায়। তবে আমাদের সতত প্রচেষ্টা ছিল নতুন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ শেখা, যেটা আমরা স্কুলের শিক্ষকদের মাধ্যমে বেশি শিখেছি, তেমনি ডিকশনারি এবং নোট বইয়ের সাহায্য নিয়েও শিখেছি। তবুও উপযুক্ত শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার যে শিখতে পেরেছি তা নয়, পরে এসে দেখলাম যে বাক্য বা ভাব প্রকাশ করতে যাচ্ছি তার জন্য আরো ভালো শব্দ আছে। তবুও হাইস্কুলের পাঁচটি বছর আমাদের ইংরেজি শিক্ষা এক জায়গায় থেমে থাকেনি। মনে হয়েছে প্রতি ক্লাসেই নতুন করে কিছু শিখেছি।

ইংরেজিকে আমাদের স্তরে কঠিন করার চেষ্টা ছিল। এরই জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন নতুন শব্দের অর্থ ও বাক্য শেখা এবং বাক্য গঠনের কৌশলটা জানা। তবুও পরে দেখলাম আমরা যে ইংরেজি শিখেছি, আমার সতীর্থদের মধ্যে কেউ কেউ আগে থেকে তার থেকে ভালো ইংরেজি জানে। পরে জানলাম তারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে। গ্রামার যাই জানুক না কেন এরা প্রকাশে আমাদের থেকে ভালো ছিল। ইংরেজিও বদল হয়ে গেছে। ইংরেজি সাহিত্য আজকাল অন্য বিষয়গুলোতে ব্যবহার হতে দেখা যায় না। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ইংরেজিও যেন আলাদা রূপ গ্রহণ করেছে। যে ইংরেজি অর্থনীতিতে ব্যবহার হয় সেই ইংরেজি পদার্থবিদ্যায় ব্যবহার করা হয় না। প্রত্যেক বিষয়ের শব্দ/বাক্যের ব্যাখ্যা নিয়ে আলাদা ডিকশনারি বের হয়েছে। তবে সাধারণ ভাবের আদান-প্রদানের ইংরেজি এক, কিন্তু উচ্চারণভেদে পার্থক্য আছে। শব্দ চয়নেও পার্থক্য আছে। এখন তো নন-ইংলিশ স্পিকিং দেশের লোকেরা ইংরেজি বেশি বলে এবং ব্যবহার করে। অন্য কথায় ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে ইংলিশ সাহেবেরা এখন মাইনরিটি। সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কার প্রায় সব লোক ইংরেজি জানে, ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও কাজ চালানোর মতো ইংরেজি জানে। পশ্চিম বাংলা ইংরেজিতে পিছিয়ে ছিল। এখন তারাও এ ভাষা শেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জাপানিরা একদিন সব কিছু তাদের ভাষায় করত এখন তারাও ইংরেজি শিখছে। এমনকি ফ্রান্স ও জার্মানিও ইংরেজি শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সেন্টার খুলছে। ইউরোপে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলোতে শুধু ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় এবং তারাও বিদেশী ছাত্র পাচ্ছে। ইংরেজি গ্লোবাল ডাইমেনশন অর্জন করেছে গ্লোবালাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে। এখন যেন একটাই গ্লোবাল অর্থনীতি হতে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে একটাই গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের এখানে ইংরেজি শেখার চেষ্টা শুরু হয়েছে একটু দেরিতে। একবার যেন এ ভাষাকে উচ্ছেদই করেছিলাম। যুক্তি ছিল মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম হয়েছে এবং মাতৃভাষায়ই সব কিছু করব। ওই যুক্তি যে ভুল ছিল তা বুঝতে সময় নিয়েছে প্রায় এক যুগ।

স্কুল-কলেজে, অফিস-আদালতে সর্বস্তরে আগের ইংরেজি জানা লোকগুলোর স্থলে ওই মানের আর নতুন লোক এল না। সৃষ্টি হলো একটা শূন্যতা যা আজও আমরা বহন করে চলেছি। আমার হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক পরে আর একটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। একদিন বাড়ি ফেরার পথে ওই স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্যারের সঙ্গে দেখা করার জন্য স্কুল লাইব্রেরিতে গেলাম। তিনি আদর করে আমাকে চা খাওয়ালেন এবং বললেন, কেমন আছো। আমি তো ভালো আছি, বললাম, স্যার আপনার স্কুলের ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা কী। তিনি বললেন, ওইটা রাখো, এখন কেউ ইংরেজি শিখতে চায় না। আমিও আর আগের মতো অত পরিশ্রম করে ইংরেজি শেখাই না, প্রশাসনের দিকেই মনোযোগ দিই বেশি। স্যারের কথা শুনে খুশি হতে

শিক্ষায়ও এখন বিশ্বায়ন ঘটছে

পারলাম না। ভাবছিলাম আমরা তো ওপরে গিয়ে ভাষার জন্য কোনো বৈষম্যের শিকার হইনি, আর তার স্কুলের ছাত্ররা ভাষার কারণে বৈষম্যের শিকার হবে। শুধু ইংরেজি জানবে না বলে তারা ওপরে উঠতে পারবে না। স্যারকেও এসব কথা বললাম। তিনিও আমার যুক্তি মেনে নিলেন, তবে বললেন, কিছু করা যাবে না, এখন পরিবেশ বদলে গেছে।

সে কথা স্যারের সঙ্গে হয়েছে আশির দশকের প্রথম দিকে যখন ইংরেজি আমাদের অফিস-আদালত থেকে এক রকম পরিত্যাজ্য। অনেকে বলতেন তারা যতটুকু ইংরেজি জানতেন তাও ভুলে গেছেন, কারণ অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানে যেন একটা ধস নামল। অনেক স্কুল-কলেজ সরকারি অর্থ পেতে থাকল। অন্যদিকে শিক্ষার মানের যেন ক্রমাগত অবনতি হতে লাগল। শিক্ষকরাও হয়ে পড়লেন অর্থমুখী। ক্লাসরুমে বোর্ড পুরিয়ে অঙ্ক করার সংস্কৃতি যেন কোথায় চলে গেল। ছাত্রের খাতা দেখে অশুদ্ধ ইংরেজিকে শুদ্ধ করে দেওয়ার সেই পরিশ্রমটুকু করতেও শিক্ষকরা যেন নারাজ। ছাত্রদের মধ্যে আগে অন্তভীতি ছিল, তার সঙ্গে যোগ হলো ইংরেজিভীতি। এটাকে একেবারে না পড়ে পাস করার দিকে ঝোঁক বেড়ে গেল। এটা তো একটা ভাষা। ভাষা শিক্ষার কোনো শেষ নেই, সারা জীবনও ভাষা শিক্ষা চলতে পারে। ইংলিশ সাহেবেরাও নিত্যনতুন ইংরেজি শিখছে। পাঠ্যবইয়ে যে ইংলিশ আছে, শুধু ওটুকুই ইংরেজি শিক্ষার দৌড় হলে ইংরেজি কোনোদিনই শিক্ষা হবে না।

এখন ইংরেজি শিক্ষার পদ্ধতি বদলেছে। কেউ বলছেন আগে গ্রামার নয়, আগে শব্দ এবং বলা। আবার কেউ বলছেন আগের পদ্ধতিই ঠিক, আগে শব্দ এবং গ্রামার, তারপর বাক্য গঠন এবং বলা। আসলে আমার অভিজ্ঞতা বলে পুরনো পদ্ধতিটা ভালো টেকসই বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোতে। অথার ব্যাকরণ না জানলে বাংলা স্কুলের ছাত্ররা বাক্য ঠিক করে গঠন করতে পারবে না। ইংরেজি স্কুলের ছাত্ররা পারে কারণ তারা যা বলে সেটাকেই শুদ্ধ ইংরেজি মনে করে এবং বাক্যও লেখে। তাদের পরিবেশটাই ওইভাবে ইংরেজি শিখতে সহায়তা করে। গ্রামার তারা পড়লেও পরে পড়ে। কিন্তু ওই পদ্ধতি বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোতে চালু করলে ভালো ফল দেবে বলে মনে হয় না। তাই গ্রামগঞ্জের স্কুলগুলোতে পুরনো পদ্ধতিই ভালো।

এক সময় জেলা ও মহকুমা শহরগুলোতে জেলা ও পাইলট হাইস্কুল ছিল। শুনতাম কোনো কোনো জেলা ও পাইলট হাইস্কুলে ইংলিশ মেমসাহেব ইংরেজি পড়াতেন। মেমসাহেবের ইংরেজি আমরা কখনো পড়িনি, তবে শহরে গেলে মেমসাহেবকে দেখার জন্য ওই স্কুলে যেতাম। ভাবতাম ওই মেমসাহেব কি ভালো ইংরেজিই না পড়াচ্ছেন। বড় হয়ে জানলাম ওই মেমসাহেব এসেছিলেন ইংরেজি শিক্ষকদের জন্য সাহায্য প্রজেক্টের অধীনে। এখনো ভাষা শিক্ষার প্রজেক্ট আছে বটে, তবে জানি না মেমসাহেবরা এখন জেলা আর পাইলট হাইস্কুলগুলোতে ইংরেজি পড়ান কি না। তবে এটা সত্যি এখন আর জেলা এবং প্রাইভেট হাইস্কুলগুলো আগের মতো নেই। ওইগুলো মিশে গেছে সাধারণের কাতারে। এখন কৌলিন্য বলতে যা কিছু আছে তা জেলা ও মহকুমা শহর ছেড়ে ঢাকা শহরের ইংলিশ মাধ্যম স্কুলগুলোতে চলে এসেছে। এখন আর অভিভাবকরা আগের বাংলা মাধ্যমের নামে স্কুলগুলোর ওপর ভরসা করতে পারছেন না। এখন তারা বহু অর্থ ব্যয়ে ঢাকা শহরের বিদেশী নিয়মের ইংলিশ মাধ্যমের স্কুলগুলোতে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। ভাবছেন তাতেও যদি ভালো শিক্ষা পাওয়া যায়।

এখন শিক্ষাও আবার গ্লোবাল হয়ে যাচ্ছে। স্কুল-কলেজ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। অবস্থা হলো, হয় ছাত্ররা ভালো কলেজের কাছে যাচ্ছে, নতুবা ভালো স্কুল-কলেজ ছাত্রদের কাছে যাচ্ছে। ভালো শিক্ষা এখন লোকে খোঁজে। লোকে বুঝতে পেরেছে শিক্ষায় ব্যয়ও শিক্ষার একটা বিনিয়োগ। বাংলাদেশে প্রাইভেট শিক্ষা হলো অন্যতম বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি। তবে এই ইন্ডাস্ট্রি এখনো ট্যাক্স-ভ্যাটের বাইরে আছে।

আবু আহমেদ : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।